দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 APR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূলে সহযোগিতা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে সকল মহলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া এর সমাধান যে কোন মতেই সম্ভব নয়, একথা ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই সমস্যা নির্মূলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকারের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হচ্ছে না। এক এক শিক্ষাঙ্গনে এক এক মাত্রায় এই সমস্যা কালব্যাধির মত বিরাজ করছে। মাঝে-মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটছে। পরিনামে বিঘ্নিত হচ্ছে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। সংশ্লিষ্ট সকল মহল সক্রিয় প্রচেষ্টা চালালেই এই সমস্যা থেকে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও জাতি রক্ষা পেতে পারে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়েছে, অপূরণীয় ক্ষতি করছে জাতির। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই। লেখাপড়া, পরীক্ষা, ফল প্রকাশ কোন কিছুই নিয়মিত ও সময়মত হচ্ছে না। ফলে, শিক্ষামানের অবনতি ঘটেছে। উন্নত দেশগুলিতে এদেশের ডিগ্রী ডিপ্লোমার তেমন স্বীকৃতি নেই। এরও চেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে সুনাগরিক ও শিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে। আমাদের অনগ্রসর দেশটির বাঞ্ছিত উন্নতি দ্রুত অর্জনের জন্য যে আদর্শ নাগরিক ও শিক্ষিত জনশক্তি অপরিহার্য, তা তৈরি হচ্ছে না প্রয়োজন অনুসারে। আজ সবাই জানেন যে শিক্ষাই যে কোন দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির মন্ত্রশক্তি। উন্নত দেশগুলির সার্বিক উন্নতি সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিক্ষা। আমাদের দেশের উন্নয়নে মন্থরগতি কথাটিকে প্রমাণিত করছে উল্টা দিক দিয়ে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূল না হলে শিক্ষা প্রসারও ঘটবে না, মানও উন্নত হবে না। দেশও পাবে না দ্রুত উন্নয়নের কারিগরদের, জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরীদের।

নানা উত্থান-পতনের পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেশ পরিচালনা করছেন আজ জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার। দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের দ্রুত উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে, দলমত নির্বিশেষে সবাই সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আসবে দেশোন্নয়নে এবং সরকার দায়িত্ব পালন করতে পারবে সফলতার সঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার। জরুরী বিষয়গুলিতেও জাতীয় ঐকমত্য নেই। রাজপথে, বন্দ-কারখানায়অনাকাঙ্ক্ষিত আন্দোলন, উৎপাদনে বাধা। জনজীবন বিঘ্নিত। সবচেয়ে ভয়াবহ দুষ্ট ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্য অর্জনে রাজনৈতিক দলগুলিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। মুখে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও বাস্তবে ভিন্ন কাজ করছে অধিকাংশ বিরোধী দলই। কোন কোন দল সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের পুষছে ক্যাম্পাসে, দিয়ে রেখেছে রক্ষাকবচের নিরাপত্তা। ফলে, ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে তল্লাশী চালিয়েও তেমন উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা চেয়েছেন। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ছাত্রদের সার্টিফিকেট দেয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, জাতিকে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কথাটির মর্মকথা দেশের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। তাদের সচেষ্ট হতে হবে ছাত্রদের আগামী দিনের নেতা এবং উন্নয়নের কারিগর হিসাবে গড়ে তুলতে। এই সামাজিক কর্তব্য পালন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ঢাকা, জাহাঙ্গীর নগর ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ছাত্রদের শাসনে এবং সন্ত্রাস দমনে শিক্ষক-সমাজ ও অভিভাবক মহল অনেকটা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমরা মনে করি। তবে এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকেই। কারণ, ছাত্র রাজনীতিকরা বিশেষ করে সন্ত্রাসীরা রয়েছে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ও পক্ষপুটের আশ্রয়ে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলির শক্তিতেই সন্ত্রাসীরা শক্তিমান। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই যদি মদদ বন্ধ করে তাহলেই শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীদের কেবল দমনই নয়, সম্পূর্ণ নির্মূল করাও সম্ভব হবে। আমরা আশা করি যে সন্ত্রাসীদের মদদদারদের শুভবুদ্ধি হবে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে সক্রিয় সহযোগিতা করার প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিতে তারা এগিয়ে আসবে সাগ্রহে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত লেখাপড়া চললে এবং সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ও ফল প্রকাশিত হলেও শিক্ষার পরিবেশ অনেকাংশে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীই রাজনীতিতে নয়, লেখাপড়াতেই বেশী আগ্রহী। সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস তারা মনেপ্রাণে কামনা করছে। আমরা আশা করব যে সংশ্লিষ্ট সকল মহল দেশ ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর স্থান দেবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসবে। যেভাবেই হোক শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতেই হবে।